সুচিপত্র

আত্মসমর্পণ	১১
উট বেঁধে তাওয়াক্কুল	২০
এইসব ভালোবাসা মিছে নয়	২২
ইনসাফ	৩৩
নবিগণ মানুষ ছিলেন	৩৫
দুঃসময়ের অঙ্গীকার, সুসময়ে পালন	৪২
গুণের কদর	৪৭
নবিজির কাছে সাহাবির অভিযোগ	৫২
ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মিছিল	৫৫
দিনে শত্রু, রাতে শ্রোতা	৫৭
নবিজি যখন ক্রেতা	৬০
ক্ষমার বিনিময়ে ক্ষমা	৬৪
কেউ কেউ কথা রাখেন	৬৭
বিষাদময় দিনে প্রশান্তির বার্তা	৭৭
সান্ত্বনা	৮৩
চিন্তাসঙ্গিনী খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা	৮৭

লোভ ৯৩
কিবলা পরিবর্তন : পরীক্ষা এবং সতর্কবার্তা ৯৬
‘না’ নেই ১০১
বটবৃক্ষ ১০৬
অদ্ভুত প্রতিশোধ ১১১
ক্ষমার পুনরাবৃত্তি ১১৪
প্রিয়পাত্র ১১৯
ভৃত্য চড়িল উটের পৃষ্ঠে... ১২১
যেমন নবি, তেমন তার সাহাবি ১২৪
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান ১২৯
নাম পরিবর্তন ১৩২
আশাবাদী নবি ১৩৫
অপপ্রচারই যখন প্রচার মাধ্যম ১৩৭
নবিজি যখন অতিথি ১৪০
মাজলুমের মসজিদ ১৪৩
সবরে মেওয়া ফলে ১৪৭
সালাত না পড়েও জান্নাতে! ১৫১
শেষ সম্বল ১৫৩

আত্মসমর্পণ

এক.

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন দৃঢ়চেতা, আদর্শে অবিচল অভিনব এক ব্যক্তিত্ব। যা বিশ্বাস করতেন, তার ওপর অটল থাকতেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার ব্যাপারে বলা হতো, 'খাত্তাবের গাধাটি ইসলাম গ্রহণ করলেও করতে পারে, কিন্তু খাত্তাবের ছেলে—উমার কখনোই ইসলাম গ্রহণ করবে না!'[১]

এই উমারের হৃদয়েই একদিন অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। টালমাটাল প্রতিক্রিয়ার ঘেরাটোপে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন—যার জন্য তাদের সমাজে এই এত এত সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, যে ব্যক্তি তাদের সমাজব্যবস্থা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, তাদের দেব-দেবী নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে মতানৈক্য আর ভাঙনের সুর বেজে উঠছে যে লোকটির কারণে; তাকেই তিনি শেষ করে ফেলবেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করে তবেই তিনি ক্ষান্ত হবেন।

যেই ভাবা সেই কাজ। উদোম তরবারি হাতে বেরিয়ে পড়লেন খাত্তাবের বেটা উমার। তিনি জানতেন, এই সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অনুসারীদের নিয়ে সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি কোনো এক বাসায় মিটিং করেন।

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩৪৩

সেদিকেই যাচ্ছিলেন তিনি। পথিমধ্যে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার নাম নাইম রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সে কথা অবশ্য উমার জানতেন না।

নাইম রাযিয়াল্লাহু আনহু উমারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছো, উমার?'

উমারের উত্তর শুনে নাইম রাযিয়াল্লাহু আনহুর হৃদয় মোচড় দিয়ে উঠল। 'উমার নবিজিকে হত্যা করতে যাচ্ছে!' অবস্থা বেগতিক দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উমারের তরবারি থেকে রক্ষা করতে নাইম রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, 'আগে তো নিজের ঘর ঠিক করো! তোমার বোন-ভগ্নিপতি দুজনেই যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্ম গ্রহণ করে বসে আছে, সে খবর কি রাখো?'

উমার তখনো জানতেন না, তিনি যাকে হত্যা করতে যাচ্ছেন, তার নিজের বোনই সেই ব্যক্তির ধর্ম গ্রহণ করে বসে আছে। নাইম রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এই তথ্য শুনে উমার গন্তব্যের মোড় ঘোরালেন। ছুটলেন বোনের বাড়ি।

উমারের বোনের নাম ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা। তার স্বামী সাইদ ইবনু যায়িদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। সাইদ ইবনু যায়িদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির একজন।

বোনের বাসার কাছাকাছি যেতেই কুরআন তিলাওয়াতের মধুর শব্দ উমারের কানে আসে, কিন্তু তার পায়ের শব্দ পেয়েই ফাতিমা ও সাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা কুরআনের আয়াত লেখা চামড়ার টুকরাটি লুকিয়ে ফেললেন। খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু এতক্ষণ তাদের কুরআন শেখাচ্ছিলেন। তিনিও দ্রুত লুকিয়ে পড়লেন ভেতরের দিকে একটি ঘরে।

বোনের ঘরে ঢুকে উমার জিজ্ঞেস করলেন, 'এতক্ষণ কী পড়ছিলে তোমরা? আমি শুনলাম তোমরা নাকি মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করেছ?' উমারের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে তারা কোনো উত্তর দিলেন না। এক পর্যায়ে ক্ষোভে উত্তপ্ত উমার সাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বেদম মারধর করতে শুরু করেন। তাকে বাঁচাতে গিয়ে বোন ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহাও আঘাত পান, রক্তাক্ত হয় তার শরীর। একসময় ফাতিমা

রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন তোমার যা খুশি করো।'

রক্তাক্ত বোনকে দেখে উমারের মন একটু নরম হলো। ক্ষোভের গনগনে তাপে লাগল ঈমানের শীতল ছোঁয়া। তিনি আবার জানতে চাইলেন, তার আসার আগে তারা কী পড়ছিলেন? ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে দেখাতে রাজি হলেন, তবে শর্ত হলো—উমারকে গোসল করে পবিত্র হতে হবে আর ওই চামড়ার টুকরাটির কোনো ক্ষতি করা যাবে না। শর্ত মেনে নিলেন উমার। তিনি গোসল করে আসতেই ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা কুরআনের অংশটি তার হাতে দিলেন। সেটিতে সুরা ত-হার প্রথম কয়েকটি আয়াত লেখা ছিল। উমার লেখাপড়া জানতেন। তিনি লেখাগুলো পড়া শুরু করেন।

মাত্র আধঘণ্টা আগে যার মাথায় খুন চেপেছিল, কুরআন তিলাওয়াতের সাথে সাথে তার মনের দানাবাঁধা ক্রোধ ঝরে ঝরে ঈমানের মৃদুমন্দ হাওয়ায় শীতল হয়ে উঠল। তিনি কুরআনের প্রশংসা করে বলেন, 'কথাগুলো তো অসাধারণ!'

সুযোগ বুঝে খাব্বাব ইবনুল আরাত রাযিয়াল্লাহু আনহু ভেতর থেকে বের হয়ে এলেন। রুদ্রমূর্তি উমারকে ঠান্ডা মেজাজে দেখে তিনি বললেন, গতকালই আমি নবিজিকে উমারের ব্যাপারে দুআ করতে শুনেছি। তিনি বলছিলেন, 'হে আল্লাহ, আবু জাহল কিংবা উমার ইবনুল খাত্তাব—এই দুজনের মধ্যে যে আপনার কাছে বেশি প্রিয়, তার মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন এবং মর্যাদা দান করুন।'[১]

যাকে হত্যা করার জন্য উমার ঘর থেকে বের হয়েছিলেন, সেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দুআ করেছেন! এ কথা শুনে উমার বললেন, 'আমাকে নিয়ে চলো তার কাছে। আমি মুসলিম হতে চাই।'

নবিজিকে কোথায় পাওয়া যাবে, সে ঠিকানা খাব্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু উমারকে দিলেন।

দারুল আরকামে গিয়ে উমার নবিজির হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

যাকে হত্যা করার জন্য খোলা তরবারি হাতে বের হয়েছিলেন, শেষে তার কাছে

---

[১] *জামি তিরমিযি* : ৩৬৮১—হাদিসটি সহিহ।

গিয়েই আত্মসমর্পণ (ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ) করেন উমার। রাযিয়াল্লাহু আনহু।[১]

দুই.

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সাথে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতে বের হলেন। প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে যেতে তার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় তিনি মক্কার উদ্দেশে বলেন—'মক্কা, তুমি কতই না সুন্দর, কতই না পবিত্র একটি শহর! আমি যে তোমাকে বড়ই ভালোবাসি। আমার নিজ জাতি যদি আমাকে এখান থেকে বের করে না দিত, তাহলে আমি কখনোই তোমায় ছেড়ে অন্য কোথাও যেতাম না।'[২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন জেনে মক্কাবাসী তাকে হত্যা করার কূটকৌশল ও নীল নকশা আঁকে। তাদের আশঙ্কা ছিল, তিনি যদি একবার মক্কার বাইরে চলে যান, তাহলে তাকে আর আটকানো যাবে না, দিনে দিনে তার দাওয়াতি কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই তারা কুরাইশের প্রত্যেক উপগোত্র থেকে একজন করে যুবক নির্বাচন করল। সারারাত পাহারা দেওয়ার পর খুব ভোরেই ঘাতক যুবকেরা আঘাত হানে নবিজির দরজায়। কিন্তু একি! নবিজির বিছানায় আলি? হন্তদন্ত কাফিররা জিজ্ঞাসা করলো মুহাম্মাদ কোথায়? তুমিই কি সারারাত এ বিছানায় শুয়ে ছিলে? অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে আর পাওয়া গেল না। ভীষণ আক্রোশে কাফিররা ঘোষণা করে, যে মুহাম্মাদকে জীবিত অথবা মৃত—যেকোনো অবস্থায় এনে দিতে পারবে, তাকে বিনিময়ে একশো উট দেওয়া হবে।

ঘোষণাটি শোনামাত্র ঘাতকরা চারিদিকে বেরিয়ে পড়ল। এই কাজটি করতে পারলে সারাজীবন পায়ের উপর পা তুলে জীবন পার করে দিতে পারবে তারা।

মক্কার অদূরেই বাস করত সুরাকা ইবনু মালিক। তার কানেও পৌঁছে যায় কথাটা। সে জানতে পারে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের এলাকার পাশ দিয়েই গিয়েছেন। লালসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে তার মন। পাছে অন্য কেউ জেনে ফেলে—এই ভয়ে সে কাউকে কিছু

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৪৩-৩৪৬

[২] *জামি তিরমিযি* : ৩৯২৬—হাদিসটি সহিহ।

না জানিয়েই একটা ঘোড়া আর একটা বর্শা নিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাকড়াও করতে বের হয়ে পড়ে।

জাহিলিয়াতের যুগে শুভ-অশুভ নির্ণয়ের পদ্ধতি হিসেবে সুরাকা তির নিক্ষেপ করল। তাতে সে বুঝতে পারল, এ কাজটি করা ঠিক হবে না। তবু সে সম্পদের লোভে বিরত থাকতে পারল না। রওনা হয়ে গেল অভীষ্ট লক্ষ্যপানে। কিছুদূর যেতেই সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। এভাবে তিন-চারবার ঘটল, তবুও সে একশ উটের লোভ সামলাতে পারল না। সে আবারও দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছোটাল এবং একপর্যায়ে সে দূর থেকে নবিজি ও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে দেখতে পেল। তার ঘোড়াটি ছিল উন্নত জাতের। সে দ্রুতগতিতে ঘোড়া হাঁকানো শুরু করে, যাতে টার্গেটকে আরেকটু কাছে পাওয়া যায়।

এরপর যখন একেবারে কাছে গিয়ে সে নবিজির তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেল, তখন হঠাৎ তার ঘোড়ার সামনের দুটি পা হাঁটু পর্যন্ত বালুতে দেবে যায়। প্রচণ্ড স্পিড থেকে আচমকা থেমে যাওয়ায় সুরাকা ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লো। ঘোড়াটি পা উঠাতে পারছিল না। অনেক চেষ্টার পর পা বের করে ঘোড়াটি যখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল, তখন ঘোড়াটির সামনের পা দুটো যেখানে আটকে গিয়েছিল, সেখান থেকে একরাশ ধুলো বের হয়ে ধোঁয়ার মতো আকাশে উড়তে লাগল। এ বিস্ময়কর ঘটনা দেখে তার আর বুঝতে বাকি রইল না, সে যাকে হত্যা করতে এসেছে, তিনি কোনো সাধারণ ব্যক্তি নন; বরং তিনি বিশেষ কোনো শক্তির দ্বারা নিরাপত্তা-বেষ্টনীর ভেতর অবস্থান করছেন। তাকে সাহায্য করছেন স্বয়ং মহামহিম রাজাধিরাজ আল্লাহ।

যাকে হত্যা করতে এসেছিল, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে এবার তার কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হলো সুরাকাকে। নবিজি সুরাকার অতীত-উদ্দেশ্য জেনেও তাকে মাফ করে দিলেন। সুরাকা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সত্য নবি। একদিন অবশ্যই তিনি বিজয়ী হবেন। তাই সে নবিজির কাছে অনুরোধ করল, 'আপনি আমার জন্য একটা নিরাপত্তাপত্র লিখে দেন, যাতে মুসলিমরা বিজয়ী হলে আমাকে পাকড়াও না করে।'

আমির ইবনু ফুহাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি নির্দেশনা ছিল, তিনি যেন সারাদিন মেষ চরিয়ে সন্ধ্যাবেলা নবিজি ও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে দুধ পৌঁছে

দেন। আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু সেইসব সাহাবিদের একজন, যারা ক্রীতদাস ছিলেন, ইসলাম গ্রহণের কারণে নির্যাতিত হয়েছেন এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের কিনে নিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এই আমির ইবনু ফুহাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুকেই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরাকার জন্য একটি নিরাপত্তাপত্র লেখার নির্দেশ দেন।

সুরাকা নিরাপত্তাপত্রটি নিজের কাছে রেখে দেয়। মক্কায় ফিরে এসে সুরাকা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খোঁজাখুঁজি করা নিয়ে কুরাইশদের বেশ বিভ্রান্ত করে। দিনের প্রথমভাগে যে সুরাকা নবিজিকে হত্যা করতে বের হয়েছিল, দিনের শেষভাগে সেই সুরাকাই হয়ে যায় নবিজির সহযোগী। পরবর্তী সময়ে মক্কা বিজয়ের সময় সুরাকা ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। রাযিয়াল্লাহু আনহু।[১]

তিন.

যাতুর রিকা যুদ্ধে যাওয়ার সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্লান্তি কাটাতে একটি বাবলা গাছের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সাহাবিরা আশেপাশে কেউ নেই। নবিজি তার তরবারিটিও গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেছেন।

এদিকে গাওরাস ইবনুল হারিস নামের এক বেদুঈন ঘাপটি মেরে বসে আছে। সুযোগের অপেক্ষায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাতের নাগালে পেয়ে হত্যা করবে।

ঘুমে নবিজির চোখ বুজে আসতেই গাওরাস সুযোগ বুঝে একটু একটু করে আগালো।

গাছের ডাল থেকে নবিজির তরবারিটি নিয়ে উঁচিয়ে ধরে সে বলল, 'আপনাকে আমার হাত থেকে এখন কে বাঁচাবে?' নবিজি বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বললেন—'আল্লাহ।'[২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন আত্মবিশ্বাস-ভরা কথা শুনে গাওরাসের মনে ভয় ধরে যায়। ভয়ের প্রচণ্ডতায় তার হাত থেকে তরবারিটি

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮৯-৪৯০; *আর-রাহিকুল মাখতুম*, পৃষ্ঠা : ১৫২-১৫৩

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৪১৩৫, ৪১৩৬, ৪১৩৯

মাটিতে পড়ে গেল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার তরবারিটি হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার তোমাকে কে বাঁচাবে?'

এক মিনিট আগে যে রাসুলকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিল, তার জীবনই এখন হুমকির মুখে। সে নিরুপায় হয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলে নবিজি তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদার আচরণ ও ক্ষমা করার ঘটনায় অভিভূত হয়ে গাওরাস ইসলাম গ্রহণ করেন। রাযিয়াল্লাহু আনহু।[১]

চার.

ইসলামপূর্ব সময়ে উমাইর ইবনু ওয়াহাব ছিল ইসলামবিরোধী কুরাইশদের মধ্যে অন্যতম। বদর যুদ্ধপরবর্তী বিপর্যয় নিয়ে সে কাবা ঘরে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার সাথে কথা বলছিল। বদর যুদ্ধের একজন যুদ্ধবন্দি ছিল তার ছেলে ওয়াহাব ইবনু উমাইর।

উমাইর রাগে-ক্ষোভে বলল, 'আমার ওপর যদি ঋণের বোঝা না থাকত আর আমার সন্তানাদি না থাকত, তাহলে আমি মদিনায় গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করে আসতাম।'

সুযোগটা লুফে নিল সাফওয়ান। সে বলল, 'তোমার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আর সন্তানাদির কথা বলছ? তাদের দায়িত্বও আমার। তারা আমার সাথে থাকবে, আমিই তাদের দেখাশোনা করব।'

সাফওয়ানের কাছ থেকে এমন আশ্বাস পেয়ে উমাইর ভাবল, 'রিস্ক তো তাহলে নেওয়াই যায়।' সে প্ল্যান করল মদিনায় গিয়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করবে। উমাইর তার জ্বলন্ত তরবারিটির মাথা বিষে চুবিয়ে নিয়ে মদিনার দিকে রওনা হলো।

---

[১] *ফাতহুল বারি*, ইবনু হাজার, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪২৭-৪২৭; *আল-ইসাবাহ ফি তাময়িযিস সাহাবাহ*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৫২-২৫৩

মদিনায় পৌঁছালে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে তার দেখা হয়। উমাইরের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর তেমন বেগ পেতে হয়নি। কয়েকবছর আগে তিনি নিজেও তো তরবারি নিয়ে ছুটেছিলেন নবিজিকে হত্যা করার জন্য! উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহর দুশমন এই কুকুরটি নিশ্চয়ই কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে মদিনায় এসেছে।' তিনি উমাইরকে নবিজির কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর দুশমন এই উমাইর ইবনু ওয়াহাব তলোয়ার ঝুলিয়ে আপনার কাছে এসেছে।'

নবিজি উমাইরকে কাছে ডাকলেন। নবিজির কাছে গিয়ে উমাইর বলল, 'সুপ্রভাত!' প্রত্যুত্তরে নবিজি বললেন, 'তোমার সম্ভাষণের চেয়ে আল্লাহ আমাদের উত্তম সম্ভাষণ দিয়েছেন। আর তা হলো সালাম। এটাই হবে জান্নাতিদের সম্ভাষণ।'

নবিজি এবার উমাইরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ?' উমাইর বলল, 'আমার ছেলেকে মুক্ত করতে এসেছি। সে আপনাদের হাতে বন্দি।'

নবিজি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে তোমার সাথে এই তরবারি কেন?' উমাইর ফের মিথ্যে অজুহাত দাঁড় করালো। 'আমাদের তরবারি কি আমাদের কোনো কাজে এসেছে?' অর্থাৎ, তরবারি থাকা সত্ত্বেও তো তারা বদর যুদ্ধে মুসলিমদের বিপক্ষে পরাজিত হয়েছে।

নবিজি আবারও উমাইরের মোটিভ জানতে চাইলেন। উমাইর সেই একই কারণ বলল।

এবার নবিজি উমাইরের মদিনায় আসার আসল কারণটি বলে দিলেন, 'না, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এসেছ আমাকে হত্যা করতে। তুমি কাবার পাশে বসে সাফওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করেছ। তুমি তাকে বলেছ—'আমার ওপর যদি ঋণের বোঝা না থাকত আর যদি আমার সন্তানাদি না থাকত, তাহলে আমি মদিনায় গিয়ে মুহাম্মাদকে হত্যা করতাম', অথচ আল্লাহ তোমার আর তোমার উদ্দেশ্যের মাঝে অন্তরায় হয়ে আছেন।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে উমাইরের আক্কেল গুড়ুম! এই কথাগুলো তো সে আর সাফওয়ান ছাড়া আর কেউ জানে না। মক্কায় বসে সে আর সাফওয়ান মিটিং করেছে, এটা কীভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানলেন? মক্কায় তো কোনো সিসি টিভি নেই।

উমাইরের মন থেকে সংশয়ের কালো মেঘ দুম করে কেটে গেল, তৎক্ষণাৎ সে বলে উঠল, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসুল! আমার আর সাফওয়ানের কথাগুলো তো কেউ আড়ি পেতে শোনেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে এই কথাগুলো জানিয়েছেন।'

নবিজিকে হত্যা করতে এসে উমাইর সেই রাসুলেরই সাহাবি হয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন। রাযিয়াল্লাহু আনহু।

মক্কায় ফেরার আগে নবিজি সাহাবিদের নির্দেশ দিলেন উমাইরকে কুরআন ও দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা দিতে। ইসলাম গ্রহণ করার ফলে নবিজি উমাইরের ছেলে ওয়াহাবকে বিনা মুক্তিপণে মুক্ত করে দেন।

নবিজির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় ফিরে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। কেউ তার বিরোধিতা করলে তিনি তাদের রীতিমতো শায়েস্তা করতেন। তার হাতে মক্কার অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে।[১]

যে লোকটি নবিজিকে হত্যা করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার পণ বুকে নিয়ে মদিনা গিয়েছিলেন, সেই লোকটিই মক্কা প্রত্যাবর্তন করলেন ইসলামের একজন দাঈ হিসাবে।

[১] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৩১৩-৩১৪

এইসব ভালোবাসা মিছে নয়

এক.

এক দুই দিন নয়। বাবার সাথে মেয়ের প্রায়-ষোলোটা বছর পর দেখা। সুদীর্ঘ এই ষোলো বছরে মেয়ে একবারও বাপের বাড়ি যায়নি। এত বছর পর বাবা এলেন মেয়ের বাড়িতে, কিন্তু একি! মেয়ের বাড়িতে গিয়ে বিছানায় বসতে চাইলে মেয়ে বিছানা গুটিয়ে ফেললেন। নিজের বাবাকে বিছানায় বসতে দিতে চাচ্ছেন না!

বাবা খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়ে, আমি এই বিছানার উপযুক্ত নই, নাকি বিছানা আমার উপযুক্ত নয়?'

মেয়ে উত্তর দিলেন, 'এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা আর আপনি হলেন একজন নাপাক মুশরিক!'

আবু সুফইয়ান হচ্ছেন সেই বাবা আর তার মেয়ে উম্মু হাবিবা রাযিয়াল্লাহু আনহা; নবিজির স্ত্রী।

আবু সুফইয়ান হুদাইবিয়ার সন্ধি নবায়ন করতে আসলে তার মেয়ে উম্মু হাবিবা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিজের বাবাকে নবিজির বিছানায় বসতে দেননি।[১]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৬

বাপ-মেয়ের মধ্যকার প্রগাঢ় বন্ধন ও রক্তের সম্পর্কের চেয়ে নবিজির প্রতি নিখাদ ভালোবাসাটাই বড়ো মনে হয়েছে উম্মু হাবিবা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছে।

দুই.

ইসলামের প্রারম্ভকাল। মুসলিমদের সংখ্যা তখন মাত্র ৩৮ জন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করার জন্য নবিজিকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন। অবস্থা পর্যবেক্ষণে নবিজি বললেন, 'আবু বকর, আমরা এখনো সংখ্যায় কম।' কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নাছোড়বান্দা।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পীড়াপীড়ি দেখে নবিজি অবশেষে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করার জন্য বের হলেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিয়ে কাফিরদের একটি মজলিসের পাশে গিয়ে বসলেন। আশেপাশে অন্যান্য সাহাবিগণও ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেদিন জনসমক্ষে ভাষণ দিতে শুরু করেন। নবিজি তার পাশে বসা। ইসলামের ইতিহাসে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-ই প্রথম প্রকাশ্যে ইসলামের দিকে আহ্বান করে বক্তৃতা দেন।

মুসলিমদের এমন স্পর্ধা মুশরিকদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। রাগে-ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে তারা। প্রবল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবিগণের ওপর, যেন ছিঁড়ে ফেলবে সবাইকে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেহেতু সবচেয়ে বেশি স্পর্ধা দেখিয়েছেন, তাই সবচেয়ে বড়ো আঘাতটাও নেমে আসে তার ওপর। হিংস্রতায় উন্মত্ত কাফিররা পায়ের নিচে ফেলে পিষ্ট করে, বেদম প্রহারে জর্জরিত করে তার ঈমানদীপ্ত বদনখানি। সবচেয়ে জঘন্য কাজ করে দুরাচারী শয়তান উতবা ইবনু রাবিআ। সে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ভারী দুটো জুতা দিয়ে প্রহার করে, তার চোখে-মুখে নির্দয়ভাবে আঘাত করে এবং তার পেটের ওপর সোল্লাসে উঠে দাঁড়ায়। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, মারাত্মক আঘাতের কারণে তার নাক-মুখ লেপ্টে চেহারা চেনাই যাচ্ছিল না।

এদিকে গণ্ডগোলের খবর পেয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর গোত্র বনু তাইমের লোকেরা তাকে উদ্ধার করতে ছুটে আসে। তাকে কাপড়ের স্ট্রেচারে করে বাড়িতে নিয়ে যায়। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এমন নির্দয়ভাবে মারা হয়েছিল, তাকে

দেখে মনে হচ্ছিল তিনি বুঝি এবার নিশ্চিতই মারা যাবেন।

ঘটনার পরে বনু তাইম গোত্রের লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে মসজিদে হারামে ফিরে এসে মুশরিকদের তুমুলভাবে শাসিয়ে বলল, আবু বকরের মৃত্যু হলে আমরা উতবা ইবনু রাবিআকে খুন করেই তবে হত্যার প্রতিশোধ নেব।

সারাদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অচেতন। দিনের একেবারে শেষভাগে জ্ঞান ফেরার পর তিনি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'নবিজি কোথায়? তিনি কেমন আছেন?'

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুখে এ কথা শুনে তার গোত্রের লোকেরা রীতিমতো ভর্ৎসনা করতে শুরু করল। লোকজন সেখান থেকে উঠে গিয়ে তার মাকে বলে গেল, চেষ্টা করে দেখুন, তাকে কিছু খাবার বা পানি পান করাতে পারেন কি না।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মা উম্মুল খাইর চেষ্টা করতে লাগলেন তাকে কিছু খাওয়াতে।

কিন্তু আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু খাবার না খেয়ে বারবার সেই একই প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, 'নবিজি কোথায়? তিনি কেমন আছেন?'

আর থাকতে না পেরে এক পর্যায়ে তিনি তার মাকে বললেন উম্মু জামিলের কাছ থেকে নবিজির খবর জেনে আসতে।

উম্মু জামিল এসে বললেন, নবিজি সুস্থ ও ভালো আছেন এবং তিনি এখন ইবনুল আরকাম রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে আছেন।

সেই মুমূর্ষু অবস্থাতেও আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন বললেন, 'আল্লাহর কসম! নবিজিকে না দেখা পর্যন্ত আমি কোনো খাদ্য মুখে তুলব না, পানিও পান করব না।'

সন্ধ্যাবেলা যখন পরিবেশ-পরিস্থিতি একটু ঠান্ডা হলো তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজিকে দেখতে বের হলেন। প্রচণ্ড দুর্বলতায় একা হাঁটতে পারছিলেন না তিনি। উম্মুল খাইর ও উম্মু জামিলের কাঁধে ভর করে হাঁটতে হচ্ছিল তাকে। নবিজিকে সুস্থ অবস্থায় দেখে তবেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি।[১]

---

[১] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৩; পৃষ্ঠা : ৩০

তিন.

হিজরতের পূর্বের কথা। আকাবার দ্বিতীয় শপথে মদিনায় নবিজিকে আশ্রয় প্রদান, তাকে রক্ষা করা ইত্যাদি—এসব বিষয়ে আনসারদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে চাইলেন নবিজি।

তখন বারা ইবনু মারুর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজির হাত ধরে বললেন, 'আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের যেভাবে রক্ষা করি, আপনাকেও সেভাবেই রক্ষা করব।'[১]

বদর যুদ্ধের আগে নবিজি সাহাবিদের ডেকে পাঠালেন পরামর্শ করার জন্য। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমা প্রত্যেকে যার যার মতামত উপস্থাপন করেন, কিন্তু নবিজি আসলে শুনতে চাচ্ছিলেন আনসারদের পরামর্শ।

আনসারদের সঙ্গে নবিজির চুক্তি ছিল—মদিনায় তিনি শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে শুধু তখনই তাদের ওপর নবিজির নিরাপত্তার দায়িত্ব বর্তাবে, কিন্তু তিনি মদিনার বাইরে কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করলে সেই অভিযানে তাকে সাহায্য করার দায়িত্ব আনসারদের ওপর পড়ে না। তাই আনসারদের মনোভাব জানাটা তার জন্য বেশ দরকারি ছিল।[২]

বিষয়টি বুঝতে পেরে আনসারদের পক্ষে সাদ ইবনু মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু উঠে বললেন,

'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি কি আমাদের মতামত জানতে চাচ্ছেন? সেই আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, আপনি যদি আমাদেরকে ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রেও ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেন, আমরা অবশ্যই সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আর যদি আপনি আমাদের সওয়ারি হাঁকিয়ে 'বারকুল গামাদ' পর্যন্ত পৌঁছার নির্দেশ দেন, তাহলেও আমরা তাই করব।'[৩]

---

[১] *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৭০১১; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৫৭৯৮—*হাদিসটি হাসান*।

[২] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৬২

[৩] *সহিহ মুসলিম* : ১৭৭৯

চার.

উহুদ যুদ্ধের পরের ঘটনা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসিম ইবনু সাবিত রাযিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে দশ জনের একটি দলকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য পাঠান। পথিমধ্যে বনু লিহয়ান (বনু লিহয়ানের হুযাইল) গোত্রের লোকেরা তাদের আগমনের বিষয়টি টের পেয়ে যায়। তারা দুইশ জন তিরন্দাজ নিয়ে সাহাবিদের ওপর আক্রমণ করতে আসে। তাদের দেখে সাহাবিগণ একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় নেন। একসময় তাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে আক্রমণকারীরা। সেই সাথে ঘোষণা দেয়, স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করলে তাদের হত্যা করা হবে না; কিন্তু মুশরিক শত্রুদের কথা বিশ্বাস করেননি সাহাবিগণ। অবস্থা বেগতিক হয়ে দাঁড়ায়। সাহাবিদের প্রতি লক্ষ করে বনু লিহয়ানের লোকেরা উঁচু করে তির মারতে থাকে। সাতজন সাহাবি শহিদ হয়ে যান। বাধ্য হয়ে আক্রমণকারীদের প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করে বাকি তিনজন সাহাবি নিচে নেমে আসেন, কিন্তু শেষ রক্ষা আর হয়নি। তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে বনু লিহয়ান গোত্রের লোকগুলো। একজন তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করায় সেখানেই তারা তাকে শহিদ করে দেয়। আর বাকি দুজনকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয় মক্কাবাসীর কাছে। এদিকে মক্কার কাফিররা বদর ও উহুদ যুদ্ধে নিহত আত্মীয়দের হত্যার প্রতিশোধের নেশায় মত্ত ছিল। তাদের মনে ফুটছিল প্রতিশোধের লাভা, উদগিরণ হওয়ার অপেক্ষা-মাত্র।[১]

বন্দি হওয়া সাহাবিদের একজন যায়িদ ইবনু দাছিনা রাযিয়াল্লাহু আনহু। সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া তাকে কিনে নেয়। যুদ্ধের ময়দানে সাফওয়ানের পিতা উমাইয়া ইবনু খালাফকে হত্যা করেছিলেন যায়িদ। সেটারই প্রতিশোধ নেওয়ার পালা এখন।

হত্যা করার আগে আবু সুফইয়ান যায়িদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলল, 'যায়িদ, আল্লাহর কসম করে বলো তো, তোমার জায়গায় এখন যদি মুহাম্মাদ থাকত এবং তোমার পরিবর্তে আমরা তাকে হত্যা করতাম আর তুমি নিজ পরিবারের কাছে নিরাপদে চলে যেতে, সেটাই কি তোমার জন্য বেশি ভালো হতো না?'

যায়িদ ইবনু দাছিনা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহর কসম, তিনি এখন যেখানে আছেন সেখানে যদি তার গায়ে একটা কাঁটাও বিদ্ধ হয়, আর আমি যদি তখন

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৩০৪৫, ৩৯৮৯, ৪০৮৬

আমার পরিবার-পরিজনের মাঝে বসে থাকি, সেটাও আমার ভালো লাগবে না।'

এ কথা শুনে আবু সুফইয়ান বলল, 'মুহাম্মাদের সাথিরা তাকে যেমন ভালোবাসে, আমি আর কাউকে কখনো এমন ভালোবাসতে দেখিনি।'[১]

পাঁচ.

মার মার কাট কাট যুদ্ধের ময়দান। এক ভাইয়ের বিপক্ষে যুদ্ধ করছেন আরেক ভাই। এক ভাই যুদ্ধ করছেন নবিজিকে রক্ষা করতে আর অন্য ভাই যুদ্ধ করছে নবিজিকে হত্যা করতে।

উতবা ইবনু আবি ওয়াক্কাস নবিজির মুবারক চেহারায় আঘাত হানলে নবিজির দাঁত ভেঙে যায়, ঠোঁট দিয়ে শুরু হয় রক্ত ঝরা।

নবিজি এই বলে রক্ত মুছতে থাকলেন—

'ওই জাতি কীভাবে সফল হতে পারে, যারা তাদের নবির চেহারা রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে? অথচ তিনি তাদের রবের দিকে তাদের আহ্বান করছেন!'[২]

উতবা ইবনু আবি ওয়াক্কাস আঘাত করেছে নবিজিকে অপরপক্ষে তার ভাই সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু নিরাপত্তা দিচ্ছেন নবিজিকে! আর নবিজি তির এগিয়ে দিচ্ছেন সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। কী একটা মুহূর্ত!

সেই ভীষণ কঠিন মুহূর্তে তির এগিয়ে দিতে দিতে নবিজি সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এমন একটি কথা বলেছিলেন, যে কথাটি অন্যান্য সাহাবিরা (আবু বকর, উমার, বিলাল, আবু হুরায়রা, আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুম) নবিজিকে বলেছেন, কিন্তু নবিজি মাত্র দুজনকেই বলেছিলেন সেটি।[৩]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৬৯-১৭২; *শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুনিইয়াহ*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৬৪

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৭৯-৮০

[৩] একজন তো সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু, যার উল্লেখ বুখারি-মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে এসেছে। দ্বিতীয়জন হলেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু আনহু। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

কথাটি হলো—'আমার বাবা-মা তোমার জন্য কুরবান হোক! তির ছোড়ো।'[১]

কারো প্রতি নিজের ভালোবাসা ও অবস্থান বোঝাতে আরবরা এই কথাটি বলত।[২] অর্থাৎ, তোমার জন্য আমি আমার বাবা-মা'কে পর্যন্ত ছাড়তে রাজি।

এক ভাইয়ের প্রতি নবিজি বদ দুআ করলেন আর অন্য ভাইয়ের প্রতি এমন ভালোবাসাময় কথা বললেন, যে কথা সাধারণত অন্য কারো বেলায় খুব একটা বলেন না।

অন্যদিকে দেখুন সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলছেন, 'আল্লাহর কসম! আমার অন্তরে কখনো কোনো মানুষকে হত্যা করার এত তীব্র ইচ্ছা জন্মেনি, যতটা আমার ভাই উতবাকে হত্যা করার জন্য জন্মেছিল।'[৩]

ছয়.

উহুদ যুদ্ধের ধুলো ওড়া দিন। নবিজির একটি নির্দেশ অমান্য করায় যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় মূহুর্তেই। সাহাবিগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আলাদা হয়ে যান। থমথমে যুদ্ধের ময়দানে নবিজি একা দাঁড়িয়ে আছেন। সুযোগ বুঝে শত্রুবাহিনী চতুর্দিক থেকে তাকে ঘেরাও করে ফেলল।

নবিজি তখন ডাক দিলেন, 'কে আমার পক্ষ থেকে শত্রুদের প্রতিহত করবে? সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।'

নবিজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক আনসার সাহাবি আসলেন তাকে নিরাপত্তা

তাকে একথাটি বলেছিলেন খন্দকের যুদ্ধের সময়, যখন তাকে বনু কুরাইযার খবরা-খবর আনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি সেখানকার সংবাদ নিয়ে আসলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন, আমার বাবা-মা তোমার জন্য কুরবান হোক! [*সহিহ মুসলিম* : ২৪১৬; *মুসনাদু আহমাদ* : ১৪২৩] শুধু দুজনই নয়, আরো কিছু সাহাবির কথাও পাওয়া যায়, যাদেরকে উদ্দেশ্য করে নবিজি বলেছেন, 'আমার বাবা-মা তোমার জন্য কুরবান হোক! [*আল-মিনহাজ শারহু সহিহি মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ*, নববি, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ১৮৪]—শারয়ি সম্পাদক

[১] *সহিহুল বুখারি* : ২৯০৫, ৪০৫৯, ৬১৮৪

[২] *আল-মিনহাজ শারহু সহিহি মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ*, আন-নববি, খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ১৮৪

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৬

দেওয়ার জন্য। যুদ্ধ করতে করতে তিনি শহিদ হলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিরাপত্তা দিতে এসে এভাবে একে একে সাতজন আনসারি সাহাবি শহিদ হয়ে যান।[১]

সাত.

চারপাশে চলছে তুমুল যুদ্ধ। তির-বল্লম-বর্শা আর তরবারির কী ভীষণ আওয়াজ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিরাপত্তা দিতে দিতে একে একে শহিদ হয়ে যাচ্ছেন সাহাবিরা। এমন সময় আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজিকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য তার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন। অস্ত্রের বিপরীতে মানব দেয়াল। যাতে শত্রুবাহিনীর তির নবিজির গায়ে না লাগে।

আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সুদক্ষ তিরন্দাজ। তিনি শত্রুবাহিনীর দিকে তির ছুড়তে থাকলেন। নবিজি মাথা উঁচু করে শত্রুদের অবস্থা দেখতে লাগলেন।

আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজিকে সতর্ক করে বললেন, 'হে আল্লাহর নবি, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি মাথা উঁচু করবেন না। শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তির এসে আপনার গায়ে লাগতে পারে। আমার বুক আপনার জন্য ঢাল।'[২]

আট.

সেদিন সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজিকে সুরক্ষা দিয়েছিলেন। এতে তার দেহে পঁয়ত্রিশ থেকে ঊনচল্লিশটি আঘাত লেগেছিল। তার শাহাদাত আঙুলসহ দুটি আঙুল একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।[৩]

তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নবিজি 'জীবন্ত শহিদ' বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যদি কেউ পৃথিবীর বুকে চলাচলরত জলজ্যান্ত কোনো শহিদকে দেখে খুশি হতে চায়, তবে সে যেন তালহা ইবনু উবাইদিল্লাহকে দেখে।'[৪]

---

[১] *সহিহ মুসলিম* : ১৭৮৯; *সহিহু ইবনি হিব্বান* : ৪৭১৮

[২] *সহিহুল বুখারি* : ৩৮১১

[৩] *ফাতহুল বারি*, হাফিয ইবনু হাজার আসকালানি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩৬১

[৪] *জামি তিরমিযি* : ৩৭৩৯—হাদিসটি সহিহ।

উহুদ যুদ্ধের দিন শরীরে ভারী বর্ম পরিহিত অবস্থায় নবিজি একটা পাথরের ওপর উঠতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বর্ম অধিক ভারী হওয়ায় তিনি উঠতে পারেননি। তখন তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার জন্য মই হয়ে গিয়েছেন। এরপর নবিজি তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাঁধে চড়ে পাথরে ওঠেন।

তখন তিনি বলেছিলেন, 'তালহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল।'[১]

নয়.

শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখের নিচে পবিত্র কোমল চেহারায় গেঁথে গিয়েছিল। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু সেগুলো বের করতে গেলে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহর দোহাই! এগুলো আমাকে বের করতে দিন।'

এই বলে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের দাঁত দিয়ে একটি কড়া কামড়ে ধীরে ধীরে বের করতে লাগলেন। হাত দিয়ে বের করার চেষ্টা না করে দাঁত দিয়ে বের করার কারণ, এতে নবিজি ব্যথা কম পাবেন।

একটা কড়া তো বের করে আনলেন, কিন্তু কড়া বের করতে গিয়ে তার একটি দাঁত ভেঙে গেল। দ্বিতীয় কড়াটি বের করার জন্য আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনুরোধ করলে আবু উবাইদা রাযিয়াল্লাহু আনহু আবারও তাকে বাধা দিলেন। দ্বিতীয় কড়াটিও তিনি দাঁতের কামড়ে বের করে আনেন, এতে তার নিচের মাড়ির আরেকটি দাঁত ভেঙে যায়।[২]

দশ.

সুযোগ বুঝে শত্রুবাহিনী যখন নবিজিকে আক্রমণ করতে আসে, তখন আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ঢালের মতো হয়ে গিয়েছিলেন, যাতে নবিজির গায়ে তির না লাগে। নবিজিকে তিরের আঘাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে

---

[১] *জামি তিরমিযি* : ১৬৯২—হাদিসটি হাসান।

[২] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩০

আবু দুজানা রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের পিঠ পেতে দেন। একের পর এক তির তার পিঠে এসে আঘাত হানে।[১] পান করেন শাহাদাতের অমিয় সুধা।

এগারো.

কাফিরদের অপপ্রচারে উহুদ যুদ্ধের ময়দানে গুজব ছড়িয়ে পড়ে—'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহিদ হয়ে গিয়েছেন।' এমন সংবাদে সাহাবিরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। আনাস ইবনু নযর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহাবিদের এই অবস্থা দেখে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের কী হলো?' তারা জবাব দিলেন, 'নবিজি তো শহিদ হয়ে গিয়েছেন।'

তখন আনাস ইবনু নযর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তাহলে তোমরা বেঁচে থেকে আর কী করবে? ওঠো, যে পথে স্বয়ং নবিজি জীবন উৎসর্গ করেছেন, তোমরাও সে পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করো।'

এই বলেই তিনি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধ করতে করতে তিনি শহিদ হয়ে যান। সেদিন তার শরীরে তরবারির সত্তরটি আঘাত লেগেছিল। তাকে দেখে কেউ চিনতে পারেনি। শেষে তার বোন এসে হাতের একটা আঙুল দেখে তাকে চিনতে পারেন।[২]

পুরুষ সাহাবিদের পাশাপাশি উহুদের দিন একজন নারী সাহাবিও এগিয়ে গিয়েছিলেন নবিজিকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য।

একবার উম্মু সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহা লক্ষ করলেন উম্মু আম্মারা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাঁধে একটি গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে ক্ষত হলো কীভাবে?'

উম্মু আম্মারা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন, 'লোকেরা যখন নবিজিকে ছেড়ে ইতস্তত ছুটোছুটি করছিল, তখন তাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। সেই সময় ইবনু কামিয়া আমাকে এই আঘাতটি করে।'[৩]

---

[১] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮২

[২] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮৩

[৩] *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৮২

নবিজির জীবন যখন সংকটাপন্ন, তখন সাহাবিরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে এগিয়ে গিয়েছেন নবিজিকে রক্ষা করতে। তাকে রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন শার্দূল সাহাবিরা। কেউ বেঁচে ছিলেন 'জীবন্ত শহিদ' হয়ে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়ে যাতে তিরের আঘাত না লাগে, এজন্য কেউ পেতে দিয়েছেন তার পিঠ, কেউ হাত দিয়ে ঠেকাচ্ছেন তিরের আক্রমণ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর গুজব আসতেই নিষ্প্রাণ হয়ে কয়েকজন যখন বসে পড়লেন, তখন একজন এসে বললেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি শহিদ হয়ে যান, তাহলে আমরা বেঁচে থেকে আর কী করব! সে পথে চলো আমরাও শহিদ হই।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীরে আঘাত করার জন্য কেউ আবার নিজের আপন ভাইকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

সাহাবিদের নবিপ্রেমের নজির ছিল ঠিক এরকম। নবিপ্রেমের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখে কাফিররাও অবাক হয়ে যায়।

নবিজি বলেছেন, 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার বাবা, তার সন্তান ও সব মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয়পাত্র হই।'[১]

[১] *সহিহুল বুখারি* : ১৫